বাণী- শ্রী শ্রী মোহনানন্দজী গিরিমহারাজ

শ্রীমতী অনিন্দিতা গুপ্ত

শ্রী মোহনানন্দজী গুরু মহারাজের পুরনো দিনের কিছু স্মৃতিচারণ

সাল ১৯৪৯/৫৩ ঘটনা-৪

ওই সময় গুরু মহারাজ দেওঘর আশ্রম হইতে ঘন ঘন ভাগলপুর যাতায়াত করিতেন এবং একত্রে বেশ কিছুদিন অবস্থান করিতেন। ওনার অবস্থানকালে, কোন জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তি একবার মহারাজকে প্রশ্ন করেন যে, ''মহারাজ মুনি ঋষিরা নির্বিকল্প সমাধিতে থাকার জন্য কতই না সাধনা করেন তেমনি কি কেবল গানেরই মাধ্যমে সেই নির্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছানো সম্ভব?'' মহারাজ এর প্রত্যুত্তরে বলে যে, ''কেন? পৌঁছানো সম্ভব নয়? যেমন করে শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ দেব হরিবোল বলতে বলতে সম্পূর্ণ সমাধিস্ত হয়ে পড়তেন।''

আসলে গানের তিনটি রূপ আছে যেমন তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক।

তামসিক গান সাধারণত একজন চানাচুরওয়ালা (ভেন্ডার) এবং বাইজিরা গেয়ে থাকে। রাজসিক গান যেমন তোমাদের বড়ে গোলাম আলী একটা আসরে বসে গাইছেন। গানের মাঝে মাঝে তিনি একটা সুরের অবতারণা করলেন। তখন সকল শ্রোতারা মিলে বাহ বাহ করে উঠলে, উনি দ্বিগুণ উৎসাহে আবার দ্বিতীয় সুরের অবতারণা করলেন। তার মানে যেন শ্রোতাদের আনন্দ নিজের মধ্যে প্রতিফলন করে আনন্দ পেলেন। সাত্ত্বিক গানের সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিজের মধ্যে যে আত্মরূপী ভগবান অবস্থান করছেন তিনি তাকে ওই গান শোনাচ্ছেন। সেই গান অন্য কেউ শুনছে কিনা তাতে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই বা গ্রাহ্য নেই। কীর্তনের মাঝে মাঝে কখনো সখনো গুরুদেবের ওই সমাধি ভাব পরিলক্ষিত হতে দেখা গেছে। যেন এ তার নির্বিকল্প সমাধি। অবশ্য কীর্তনের মাঝে যখনই উনার ওই ভাব উৎপন্ন হতো তখন কিন্তু উনি সযত্নে সেই ভাব দমন করে গেছেন, এবং উনার মধ্যে কোন বাহ্যিক প্রকাশ পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়নি। ঘটনাটি উল্লেখিত করার যৌক্তিকতা আছে, যেমন শোনা গেছে ওই সময়কালে ভাগলপুরে প্রথমবার এক কীর্তনের আসরে গুরু মহারাজের সমাধিস্থ ভাব পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। গুরুদেবের কি অসীম লীলা, জয় জয় শ্রী শ্রী গুরু মহারাজজীর জয়। প্রণাম।

সংগৃহীত — প্রয়াত শ্রী অজিত সোম এর নিত্য লেখা ডাইরি থেকে।

শ্রীশ্রী মোহনানন্দজী গুরু মহারাজ শ্রীমুখ নিঃসৃত কথা-

''বস্তুত ভাবই সব। ভাব ছাড়া তাকে পাওয়া যায় না। যত তীর্থ ব্রত উপবাস, সব কেবল অন্তরের ভাবকে বিশুদ্ধ করার জন্য, উদ্দীপ্ত করার জন্য। বাইরে তীর্থ নেই, তীর্থ সব অন্তরে। শরীর ক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বেশ্বর এর নিবাস কাশীধাম। শ্রদ্ধা ভক্তি হচ্ছে গয়া। আর ত্রিভুবন জননী গঙ্গা হচ্ছেন জ্ঞান গঙ্গা। আর

শ্রীগুরুচরণ হচ্ছে, ত্রিগুণ, ত্রিকাল—ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না, ...জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সবেরই পারে—তুরীয়"।
শ্রী শ্রী মহারাজ শ্রীগুরু চরণের মাহাত্ম্য শ্রীমুখে বলে নীরব হয়ে রইলেন।

সন্ন্যাসীর প্রতি সমীহ ও শ্রদ্ধা

সময়টা চৈত্র মাস। গাজনের সময় বারাসাত হাসনাবাদ লোকাল ট্রেনে উঠেছি সঙ্গে কয়েকজন সদ্য পাশ করা ডাক্তার যারা রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ট্রেনের যে কামরায় উঠেছি সেখানে দেখি একটি পরিবারের বাবা মা ও দুই ভাই সবাই গাজন উপলক্ষে গেরুয়া রং করা কাপড় পরেছে। হঠাৎ ছোট ছেলেটি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে তার মাকে প্রশ্ন করলো, ''মা ইনিকে?" ছেলেটি মায়ের উত্তর, বাবা, এঁরা আসল সন্ন্যাসী। সবসময়ের জন্য সন্ন্যাসী। আমরা শুধু ভেক নিয়েছি মাত্র। তখন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কলেজে আছি, কলেজের কাজ নিয়ে মহাকরণে যাচ্ছি। মহাকরণের সামনের রাস্তায় একজন বয়স্ক খালি পোশাক পরা ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। দেখে মনে হল কোন প্রাইভেট কোম্পানির চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হঠাৎ আমাকে প্রণাম করে হনহন করে কিছুটা এগিয়ে গেলেন এবং তারপর আবার পেছনের দিকে তাকিয়ে আমাকে বললেন, ''আপনাকে প্রণাম করিনি। কারণ আপনাকে আমি চিনি না, গেরুয়া কাপড় টাকে প্রণাম করেছি। গেরুয়ার ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে।" এই বলে তিনি নিজের পথে চলে গেলেন আমিও তার কথা ভাবতে ভাবতে মহাকরণে প্রবেশ করলাম।
তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ যাচ্ছি মিনিবাসে আমার সিটের সামনে বছর পাঁচেকের একটি শিশুপুত্র তার বাবা-মার সঙ্গে বসেছিল তার বাবা মা গ্রামের মানুষ। বাসের ঝাঁকুনিতে বাচ্চাটির পা দুলছিল আমার গায়ে হয়তো দু একবার লেগেছে আমি খেয়াল করিনি। তারা মাঝ পথে নামার সময় আামাকে ৫-৬ বার প্রণাম করে করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে লাগলো। আর ছেলেটিকেও বারবার প্রণাম করতে বলল। একটু বিব্রত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা, করি, ''কেন এমন করছেন? ভিড়ের মধ্যে বাসের ঝাঁকুনিতে এমন হতেই পারে"। তারা বললেন, ''না আপনি সন্ন্যাসী, আপনার গায়ে পা লেগেছে আপনি আমাদের আর আমাদের ছেলেটিকে ক্ষমা করবেন।"